7

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 06 AUG 1998

পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৭

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হলগুলো যেন আবাসিক হোটেল

বহিরাগত ও ক্যাডারদের রমরমা অবস্থা

ফাও থাকা খাওয়া তদ্বির বিয়ে সবই চলে

বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ।। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন আবাসিক হলগুলোতে বহিরাগত সন্ত্রাসী ও ক্যাডারদের এখন রমরমা অবস্থা। ফাও খাওয়া, সাধারণ ছাত্র ও ক্যান্টিন ম্যানেজারদের হুমকি দিয়ে তারা আছে রাজার হালে।

কোন কোন আবাসিক হলে ক্যাডারদের বিয়ে উদযাপন এবং 'বাসর রাত' করারও নজির রয়েছে। হলগুলো যেন আবাসিক হোটেলে পরিণত হয়েছে।

একটি হলে হস্তরেখাবিদ ও রিকশাওয়ালা থাকে বলেও জানা গেছে। এছাড়া এলাকার লোকজন তদ্বির করতে যায় ঐ হলে। কোন কোন হলে এখন ছাত্রদের সিট পেতে প্রভোস্টদের চাইতে বহিরাগত ক্যাডারদের কাছে ধরনা দিয়ে সুফল বেশি পাওয়া যায় বলে জানা গেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় সবগুলো আবাসিক হলই বিভিন্ন ক্যাডার গ্রুপ দখল করে রেখেছে! এই ক্যাডারদের মধ্যে আবার দ্বন্দ্ব ও বিভক্তিও রয়েছে।

স্যার এ এফ রহমান হল ঃ গত সোমবার রাত ৯টার দিকে এফ রহমান হলের ক্যাডাররা হলের ক্যান্টিন ম্যানেজার দুদু মিয়াকে মারধর করেছে। তার অপরাধ সে ক্যাডারদের কাছে পাওনা ৪২ হাজার টাকা চেয়েছিল।

হল সূত্র জানায়, ছাত্রলীগ (শা-পা) হল শাখার সভাপতি নূরুল ইসলামের নেতৃত্বে ক্যাডাররা এ হলটিতে থাকে। তারা ক্যান্টিন থেকে বাকি খায়। ক্যাডারদের কাছে এক পর্যায়ে ৪২ হাজার টাকা বাকি পড়ে। এ টাকা না দেয়ায় ক্যান্টিন ম্যানেজার দুদু মিয়া হল প্রভোস্ট ডঃ হারুনর রশীদকে জানায়। প্রভোস্ট ক্যান্টিনের বাকির খাতা দেখে ৪৫ জনের নামে নোটিশ দেন এবং তাদের বাকি পরিশোধের নির্দেশ দেন। এ ঘটনার পর ক্যাডাররা ক্ষিপ্ত হয়ে দুদু মিয়াকে মারধর করে।

হল সূত্রে জানা গেছে, কর্তৃপক্ষ এ ঘটনার পর ৪৫ জনের নামে আবার চিঠি দিয়েছেন এবং তাদের বাকি পরিশোধের নির্দেশ দিয়েছেন। একই হলে নূরুল ইসলাম ছাত্র [illegible]দকে কমন রুমে ডেকে নিয়ে গালাগালি করে ও হুমকি দেয়। মুরাদের অপরাধ তার [illegible]র শিটে (১০৩ নং রুম) নতুন ভর্তি হওয়া এক ছাত্রকে থাকতে দিয়েছে নূরুলের কাছ থেকে অনুমতি না নিয়েই।

মুহসীন হল ঃ গত সোমবার রাত ১২টার দিকে মুহসীন হলের বর্ধিত ভবনে ছাত্রলীগের জনৈক ক্যাডারের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় ছাত্রদল পিন্টু গ্রুপের বহিরাগত ক্যাডাররা অবস্থান নিয়েছে। এর আগে ক্যাডাররা হলের ৮ এবং ১৩ নং রুমের ছাত্রদের মারধর করে বের করে দেয়।

সূত্র জানায় শামীম গ্রুপের ক্যাডাররা এ সময় পিন্টু গ্রুপের ক্যাডারদের সহযোগিতা করে। ফলে দু'টি রুমের ১০/১২ জন ছাত্র এখন উদ্বাস্তু জীবনযাপন করছে।

বঙ্গবন্ধু হল ঃ ক্যাডারদের প্রতাপ প্রদর্শনের ক্ষেত্রে শীর্ষে রয়েছে বঙ্গবন্ধু হল। হলের ছাত্ররা এ হলটির নাম দিয়েছে বহিরাগতদের (একটি বিশেষ অঞ্চলের) 'গোডাউন'। এ হলে গত ১৫/২০ দিন আগে একটি বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে। জনৈক ক্যাডারের নববধূকে বরণ করা হয় এখানে। যদিও আবাসিক ছাত্র হলগুলোতে মেয়েদের প্রবেশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

বিএনপি আমলে ছাত্রদলের জনৈক ক্যাডার এ হলে বাসর রাত কাটিয়েছি বলে জানা গেছে। হলের ছাত্ররা জানায়, এ হলে একজন হস্তরেখাবিদ থাকেন। ৪০ বছর বয়স্ক এই ব্যক্তি রুমে রুমে গিয়ে টাকার বিনিময়ে হাত দেখে থাকেন। ক্যাডারদের কল্যাণে তার ফাও খাওয়া ও থাকার সুব্যবস্থাও রয়েছে। কয়েকজন রিকশাওয়ালা এ হলে থাকতো বলে হলের ছাত্ররা জানায়। এছাড়া গোপালগঞ্জ এলাকা হতে যত লোকজন তদবির নিয়ে ঢাকায় আসে তারা এ হলটিতে বিনে পয়সায় থাকা-খাওয়ার সুবিধা পাচ্ছে। ঐ এলাকার বেকার যুবকরাও এখানে অবস্থান করে থাকে।

বহিরগত ক্যাডারদের প্রভাবে টিকতে না পেরে হল ছাত্রলীগ সভাপতি দীর্ঘদিন যাবৎ হলে থাকেন না। সম্প্রতি সাধারণ সম্পাদকও হল ছেড়ে দিয়েছেন।

এছাড়া সূর্যসেন, জিয়া, শহীদুল্লাহ, ফজলুল হক, জহরুল হক হলে কোন সাধারণ ছাত্র উঠতে চাইলে তারা ক্যাডারদের কাছে ধরনা দিয়ে থাকে। প্রভোস্টরা তাদের সিট দিতে পারেন না। এ ক্ষেত্রে একমাত্র সহায় ক্যাডার।